গ্লোবাল পার্টনারশীপ মনিটরিং: ৪র্থ রাউন্ডে CSO এর ভূমিকা

ক. প্রেক্ষাপট

২০১১ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে ১৬২টি দেশের সরকার এবং ৫২টি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে 'Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC)' একটি বহুমাত্রিক স্টেকহোল্ডারদের প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। এর লক্ষ্য হলো উন্নয়ন সহযোগিতার কার্যকারীতা এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জনে ভূমিকা রাখা। গ্লোবাল পার্টনারশীপ মনিটরিং হলো কার্যকারীতা প্রতিশ্রুতির (Effectiveness commitments) অগ্রগতি পরিমাপের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি পন্থা বা পদ্ধতি। এটি কার্যকর উন্নয়ন সহযোগিতার চারটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত: ১) রাস্ট্রীয় মালিকানা; ২) ফলাফল; ৩) সকলের অংশীদারীত্ব; এবং ৪) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। ২০১১ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গ্লোবাল পার্টনারশীপ মনিটরিং এর তিনটি পর্ব (Round) সম্পন্ন হয়েছে। মোট ৯৯ টি দেশ এবং তাদের উন্নয়ন সহযোগী, উন্নয়নের সাথে যুক্ত অন্যান্য সংস্থা মনিটরিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ১ম রাউন্ড ২০১৪ সালে, ২য় রাউন্ড ২০১৬ সালে এবং ৩য় রাউন্ড ২০১৮ সালে সম্পন্ন হয়। [বিস্তারিত: https://www.effectivecooperation.org]

এই মনিটরিং হলো স্বেচ্ছাসেবী ধরনের। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এটি অংশীদারী দেশগুলোর জাতীয় সরকারের নেতৃত্বে (সাধারণতঃ অর্থ/পরিকল্পনা/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) পরিচালিত হয়। এখানে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অংশীদার, ট্রেড ইউনিয়ন, বেসরকারী খাত, সিভিল সোসাইটি, কল্যাণমূখী বা দাতব্য সংস্থা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে আলোচনা, তথ্য বিনিময় এবং ফলাফলের প্রতিফলন ঘটে। রাস্ট্রীয় পর্যায়ে এই মনিটরিং পাঁচটি পর্যায়ে সম্পন্ন করা হয়। যথা:

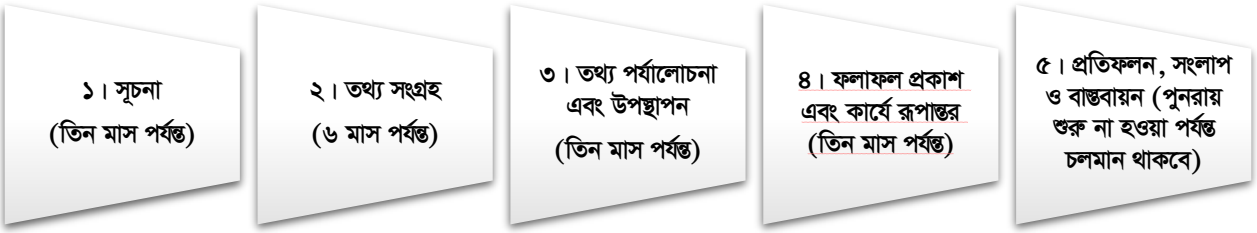

খ. মনিটরিংয়ের সাথে কারা জড়িত?

'অংশীদার দেশ ও অঞ্চল', 'উন্নয়ন অংশীদার', 'অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী' এবং OECD-UNDP 'সমন্বিত যৌথ সাপোর্ট টিম (Joint Support Team-JST)' মনিটরিং প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। অংশীদার দেশ ও অঞ্চল বলতে বোঝায়- যারা উন্নয়ন সহযোগিতা পায় এবং দেশ পর্যায়ে মনিটরিং চর্চার নেতৃত্ব প্রদান করে। কোন কোন অংশীদার দেশ উন্নয়ন সহযোগিতা প্রাপক এবং প্রদানকারী উভয়ই হতে পারে। উন্নয়ন অংশীদার বলতে- কোন অফিসিয়াল এজেন্সী বা তাদের এক্সিকিউটিভ এজেন্সীগুলোকে বুঝায় যারা উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদান করে। উদাহরণহিসাবে বলা যায়, উন্নয়ন সহায়তা কমিটি (Development Assistance Committee-DAC), UN Development System, বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকসমূহ ইত্যাদি। অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী বলতে- সিভিল সোসাইটিসহ অন্যান্য উন্নয়ন স্টেকহোল্ডার, বেসরকারী খাত, ট্রেড ইউনিয়ন, ফাউন্ডেশন, সংসদ, স্থানীয় সরকার/সাব-ন্যাশনাল গভর্মেন্টকে বোঝায়। আর JST হলো OECD এবং UNDP এর কর্মকর্তাদের একটি দল যারা গ্লোবাল পার্টনারশীপের সচিবালয় গঠন ও পরিচালনা করে এবং মনিটরিং প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়া সকলকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে।

রাস্ট্রীয় পর্যায়ে, একজন জাতীয় সমন্বয়ক (National Coordinator) এর নেতৃত্বে মনিটরিং প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়। GPEDC ৪র্থ মনিটরিং রাউন্ডে বাংলাদেশের জাতীয় সমন্বয়ক হিসাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব এ. এইচ. এম. জাহাঙ্গীর।

গ. মনিটরিং প্রক্রিয়ায় সিভিল সোসাইটির অংশগ্রহণ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

৪র্থ রাউন্ড মনিটরিং, বহুমাত্রিক স্টেকহোল্ডারদের সংলাপে যুক্ত করা এবং যৌথভাবে কার্যকরী উন্নয়ন সহযোগিতার চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে উত্তরণের উপায় ঠিক করার একটি অনন্য সুযোগ। সকল উন্নয়ন অংশীদার, সিভিল সোসাইটি, বেসরকারী খাত, দাতব্য সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, সংসদ এবং স্থানীয় বা উপ-জাতীয় সরকারসহ সকল ঘরোয়া উন্নয়ন সহযোগী এই প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত থাকতে আগ্রহী। তথ্য প্রদানে সকলের ভূমিকা না থাকলেও প্রাপ্ত ফলাফলের উপর আলোচনা এবং নিজ দেশের অংশীদারীত্ব ও উন্নয়ন সহযোগিতার কার্যকরীতা শক্তিশালী করার পথ চিহ্নিত করতে মতামত প্রদান করার সুযোগ আছে।

স্বাধীন উন্নয়ন সহযোগী এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদার হিসাবে সিভিল সোসাইটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মনিটরিং প্রক্রিয়াটি সিভিল সোসাইটির সম্পৃক্ততার স্বতন্ত্র কিন্তু পরিপূরক দুটি ভূমিকার কথা উল্লেখ করে। প্রথমতঃ এই প্রক্রিয়ায় সামগ্রিক সম্পৃক্ততা এবং বহুপাক্ষিক স্টেকহোল্ডারদের সংলাপ, কর্ম পরিকল্পনা এবং ফলো-আপে সক্রিয় অংশগ্রহণ। দ্বিতীয়তঃ তথ্য প্রদানে সহায়তা। দুটি বিষয়ে CSO প্রতিবেদন দিবে: CSO এর সামর্থ বৃদ্ধির জন্য উপযোগী পরিবেশের সমীক্ষা এবং উন্নয়ন সহযোগিতায় বেসরকারী খাতের কার্যকর সম্পৃক্ততার বিষয়ে ঐচ্ছিক 'কামপালা নীতিমালা সমীক্ষা' (Kampala Principles Assessment-KPA)। দ্বিতীয় ভূমিকায় বেশ কিছু সংগঠন অংশগ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু মূল প্রতিবেদনটি সাধারণভাবে CSO ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। ফোকাল পয়েন্ট অন্যান্যদের সাথে পরামর্শক্রমে তাদের মতামত প্রতিবেদনে প্রতিফলনের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ঘ. GPEDC এর ৪র্থ মনিটরিং পর্বে CSO এর জন্য প্রযোজ্য সূচকসমূহ

সি-১: সক্রিয় সিভিল সোসাইটির (CSO) অনুকূল পরিবেশ এবং উন্নয়ন কার্যকারীতার সমীক্ষা

মডিউল-১

জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা বিষয়ক সংলাপে সিভিল সোসাইটির স্থান

১। জাতীয় নীতিমালা তৈরী, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ বিষয়ে সরকার কি পরিমাণ পরামর্শ করে? (প্রযোজ্য একটি বিকল্প বেছে নিন)

ক) বিগত দুই বছরে কোন পরামর্শ নেয়া হয়নি।

খ) কখনো কখনো পরামর্শ নেয়া হয়, কিন্তু গুণগতমান যথেষ্ঠ নয় (সরকারের বাছাইকৃত সিভিল সোসাইটির অংশগ্রহণ, সরকার পরামর্শগুলো নীতিমালা তৈরীর শেষ পর্যায়ে স্থির করা, ছকটি একপাক্ষিক এবং সংলাপের কোন অনুমতি থাকে না অথবা ফিডব্যাকের সুযোগ থাকে না ইত্যাদি বিবেচনা)।

গ) ঘন ঘন পরামর্শ নেয়া হয় বিভিন্ন গ্রুপের সংমিশ্রণে (সরকার কোন মানদন্ড ব্যতিরেকে সিভিল সোসাইটির বড় অংশকে আমন্ত্রন জানায়, ছকটি সংলাপ এবং ফিডব্যাক প্রদানের সুযোগ রাখা ইত্যাদি বিবেচনা)।

ঘ) নিয়মিত এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ উত্তম মানের পরামর্শ গ্রহণ (সকল প্রধান জাতীয় নীতিমালা বিষয়ে বছরে একাধিকবার পরামর্শ সভা; সিভিল সোসাইটি অংশগ্রহণে স্বচ্ছ, উন্মুক্ত ও কোনরূপ বিধি নিষেধ না রাখা; নীতিমালা পরিবর্তন বিষয়ে সিভিল সোসাইটির সহায়তা কামনা ইত্যাদি বিবেচনা)।

২। এজেন্ডা ২০২৩ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কতটা এসডিজিগুলোর অগ্রাধিকার, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণে সিভিল সোসাইটির সাথে পরামর্শ করে? [প্রযোজ্য একটি বিকল্প বেছে নিন]

ক. এসডিজি বিষয়ে এখনো কোন আলোচনা শুরু হয়নি।

খ. বাছাইকৃত কিছু সিভিল সোসাইটির সাথে এসডিজি মূলধারায় সম্পৃক্ততা বা এসডিজি বাস্তবায়ন কিংবা পরিবীক্ষণ বিষয়ে আলোচনা বা পরামর্শ করা হয়।

গ. এসডিজি মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ, বাস্তবায়ন বা পরিবীক্ষণে বিভিন্ন ধরণের সিভিল সোসাইটির সাথে এডহক প্রক্রিয়ায় আলোচনা করা হয়।

ঘ. এসডিজি মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ, প্রাধিকার, বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত এসডিজি পরিবীক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ভালো উদাহরণগুলো সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মিশ্র ধরণের সিভিল সোসাইটির সাথে আলোচনা।

৩। সরকারের সাথে আলোচনায় কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য CSO এর প্রাসঙ্গিক সরকারী তথ্য পাওয়ার আইনী অধিকার কতটুকু বিদ্যমান? [প্রযোজ্য ১টি বিকল্প বেছে নিন]

ক. তথ্য পাওয়ার জন্য আইনী কোন কাঠামো নেই এবং CSO এর স্বল্প বা কোন তথ্য পাওয়ার অধিকার নেই।

খ. অভিগম্যতার অধিকার আইনে হয়তো বিদ্যমান কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, CSO এর প্রচলিত প্রাসঙ্গিক তথ্য পাবার অধিকার এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়।

গ. আইন বিদ্যমান, কিন্তু সময়মতো বিশদভাবে তথ্য পাবার ক্ষেত্রে CSO এর মিশ্র অভিজ্ঞতা আছে।

ঘ. CSO এর পূর্ণ প্রাসঙ্গিক এবং ব্যাপক তথ্যের অভিগম্যতা আছে, প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় রয়েছে পরামর্শে অংশগ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট উদ্যোগে (২-৪ সপ্তাহ)- সম্পর্কিত ডকুমেন্টস এর পূর্ব খসড়া যদি প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত তথ্যের অনুরোধ করার সক্ষমতাসহ।

৪) CSO এর সাথে সাম্প্রতিক মতবিনিময়ের কতটুকু প্রতিফলন সরকারের কৌশল, জাতীয় উন্নয়ন নীতমালার বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণে ঘটেছে? (প্রযোজ্য ১টি বিকল্প বেছে নিন)

ক. গত দুই বছরে কোন আলোচনা হয়নি।

খ. অনুমান করা যায় যে CSO প্রদত্ত ছোটখাটো মতামতগুলো জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার কৌশল, বাস্তবায়ন এব পর্যবেক্ষণে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

গ. বলা যায় যে, মতবিনিময়ের সময় CSO প্রদত্ত পরামর্শ ও প্রমান জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার কৌশল, বাস্তবায়ন এব পর্যবেক্ষণে কখনো কখনো বিবেচনা করা হয়।

ঘ. মতবিনিময়ের মাধ্যমে দ্বারা প্রদত্ত পরামর্শ এবং প্রমাণ জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার কৌশল, বাস্তবায়ন এব পর্যবেক্ষণে ধারাবাহিকভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়।

মডিউল-২

CSO উন্নয়ন কার্যকারীতাঃ জবাবদিহতা এবং স্বচ্ছতা

৫) অর্থায়নকারী CSO এবং তাদের অংশীদার CSO এর মধ্যে কতটা ন্যায়সঙ্গত এবং পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত?
[প্রযোজ্য একটি বিকল্প বেছে নিন]

ক. বেশীরভাগ জাতীয় CSO স্বল্পমেয়াদী, প্রায়শঃই এক-মূখী, প্রকল্প সম্পর্কিত অংশীদারীত্ব সাধারণত শুধুমাত্র অর্থায়নকারী CSO এর কর্মসূচী কেন্দ্রীক।

খ. অধিকাংশ অভ্যন্তরীণ CSO, অর্থায়নকারী CSO এর সাথে দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারীত্বের অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু এখনো তার বেশীরভাগই প্রকল্পভিত্তিক যা অর্থায়নকারী CSO দ্বারা সংজ্ঞায়িত।

গ. বেশীরভাগ জাতীয় CSO এর সাথে অর্থায়নকারী CSO এর দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীভিত্তিক অংশীদারীত্ব রয়েছে (৩-৫ বছর) যা অর্থ প্রদানকারী এবং অর্থ গ্রহণকারী এই দুই CSO এর আলোচনার উপর নির্ভরশীল। অর্থায়নকারী CSO অংশীদারীত্বের উপাদানগুলি নির্ধারণ করে।

ঘ. অধিকাংশ জাতীয় CSO এর দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারীত্বের সম্পর্ক আছে (৫-১০ বছর) যা অর্থায়নকারী এবং অর্থপ্রাপ্ত এর সুচিন্তিত দরকষাকষি, সংহতি ও কর্মসূচীর সম্মিলিত স্বার্থের ফলাফল।

৬. CSO গুলো CSO আয়োজিত সমন্বয়ে কতটা অংশগ্রহণ করে (যেমন-প্ল্যাটফর্ম, নেটওয়ার্ক, এসোসিয়েশন) যা জাতীয় বা সেক্টোরাল পর্যায়ে নীতি সংলাপ ও সমন্বয়ে CSO এর সম্পৃক্ততা সহজতর হয়। [প্রযোজ্য একটি উত্তর বেছে নিন]

ক. কোন জাতীয় প্ল্যাটফর্ম নেই। CSO সমন্বয় প্রক্রিয়াগুলি মূলত অ্যাডহক ভিত্তিক এবং এর স্বল্পমেয়াদী প্রকল্পভিত্তিক লক্ষ্য থাকে।

খ. দুর্বল CSO সমন্বয়। CSO সমন্বয় প্রক্রিয়া কিছু সেক্টরে বিদ্যমান, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় প্রধানত উন্নয়ন অংশীদারদের অথবা এই খাতে জাতীয় সরকারের আগ্রহ/স্বার্থ বিবেচনায়।

গ. সরকার অনুমোদিত একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রতিনিধিত্ব করার মত CSO প্ল্যাটফর্ম নেই। কিন্তু সেক্টোরাল বা জাতীয় পর্যায় উভয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন CSO এর উদ্যোগে সমন্বয় প্রক্রিয়া বিদ্যমান। দেশীয় CSO এর তাদের উন্নয়ন কার্যকারীতা বৃদ্ধির স্বার্থেই টেকসই হয়।

ঘ. প্রধান জাতীয় CSO প্রবর্তিত প্ল্যাটফর্ম। অন্তর্ভূক্তিমূলক জাতীয় এবং সেক্টোরাল CSO প্রবর্তিত প্ল্যাটফর্মগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের উন্নয়ন এবং জরুরী প্রয়োজনে প্রতিক্রিয়া এবং জাতীয় এবং সেক্টোরাল কর্মসূচী এবং জাতীয় নীতি সংলাপে অধিকতকর কার্যকরী সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির পরিবেশ বিবেচনা।

৭. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আদর্শ এবং নীতিমালার (যেমন-মানবাধিকার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী বা পন্থা) আলোকে CSO গুলো কতটুকু উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে? [প্রযোজ্য একটি উত্তর বেছে নিন]

ক. CSO গুলো সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার অনুসরণ করে কোন সুস্পষ্ট কর্মসূচী বা নীতিমালা নেই যা তাদের নিজস্ব উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিচালিত করে।

খ. সাধারণতঃ CSO গুলোর আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার অনুসরণ করে গৃহীত নীতিমালা আছে কিন্তু দৃশ্যমান নজির স্বল্প। শুধুমাত্র কিছু বড় আকারের CSO-তে এর চর্চা আছে।

গ. সাধারণতঃ CSO গুলোর আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার নীতিমালা এবং আদর্শ অনুসরণ করে গৃহীত নিজস্ব নীতিমালা আছে। কিছু কিছু CSO এইগুলো পরিপালনে সচেষ্ট।

ঘ. সাধারণতঃ CSO গুলোর আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার নীতিমালা এবং আদর্শ অনুসরণ করে গৃহীত নীতিমালা আছে। CSO তে এগুলোর চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক করা হয়েছে।

৮. এর স্বচ্ছতা ও ব্যাপক জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে CSO গুলো কতটা CSO এর নেতৃত্বে তৈরী জবাবদিহিতার প্রক্রিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? [প্রযোজ্য একটি উত্তর বেছে নিন]

ক. CSO এর সর্বজনস্বীকৃত ন্যূনতম স্বচ্ছতাসহ কোন জবাবদিহিতার নীতিমালা নেই।

খ. CSO এর জবাবদিহিতার নীতিমালা বিভিন্ন CSO প্ল্যাটফর্মে প্রক্রিয়াধীন আছে। CSO নিজেদের প্রচেষ্টায় বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থেকে এককভাবে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার মূল নীতিমালা অনুসরণ করছে।

গ. CSO এর উদ্যোগে পর্যাপ্ত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নীতিমালা আছে। কিন্তু পরিপালনের জন্য আনুষ্ঠানিক কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

ঘ. প্রতিনিধিত্বমূলক কোন প্ল্যাটফর্মের পরামর্শক্রমে, CSO এর উদ্যোগে গঠিত এবং পরিচালিত জবাবদিহিতার নীতিমালা আছে। দেশের অধিকাংশ CSO এর সাথে সম্পৃক্ত। প্ল্যাটফর্মটি ভালো কাজের স্বীকৃতি প্রদানে সক্রিয়। CSO এর ওয়েবসাইটে সকল তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকারী পর্যায়েও প্রযোজ্য প্ল্যাটফর্মে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

মডিউল ৩

CSO -এর সাথে উন্নয়ন সহযোগিতা

৯. উন্নয়ন অংশীদাররা তাদের উন্নয়ন সহযোগিতার নীতি-পরিকল্পনা, কর্মসূচি ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণে সিএসও-দের সাথে কতটা পরামর্শ করে? [প্রযোজ্য একটি উত্তর বেছে নিন]

ক. গত দুই বছরে এই দেশের সিএসও-দের উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে যুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ ছিলোনা।

খ. এই দেশে মাঝেমধ্যে সিএসও-দের সাথে পরামর্শ করা হয়, এবং এর বেশিরভাগই কিছু উন্নয়ন অংশীদার এবং নির্বাচিত সিএসও-দের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাদের মনোযোগ কেবল দাতাসংস্থার নীতি-কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপর।

গ. এই দেশে, কেবল দাতা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচি বাস্তবায়নই করা হয় না, বরং বিভিন্ন পর্যায়ের সিএসও-দের সাথে নিয়মিত পরামর্শ এবং উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয়ও করা হয়। তবে, এজেন্ডা মূলত উন্নয়ন অংশীদারদের দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ঘ. এই দেশে, কেবল দাতা সংস্থাগুলি দ্বারা পরিচালিত নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপরই জোর দেওয়া হয় না, বরং উন্নয়ন অংশীদারদের অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের সিএসও এবং উন্নয় অংশীদারদের মধ্যে নিয়মিত পরামর্শ, সমন্বয় ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়।

১০. সরকারের সাথে উন্নয়ন অংশীদারদের নীতিগত সংলাপে সিএসও-দের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য পরিবেশগত (যেমন- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনি এবং নীতিগত দিক) উন্নয়ন কতটা গুরুত্বপূর্ণ? [প্রযোজ্য একটি উত্তর বেছে নিন]

ক. উন্নয়ন সহযোগীরা সরকারের সাথে তাদের নীতিগত সংলাপে পরিবেশগত উন্নয়নের এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত করে না।

খ. কিছু উন্নয়ন অংশীদারগণ কখনও কখনও সরকারের সাথে তাদের নীতিগত সংলাপে পরিবেশগত উন্নয়নের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করে, বিশেষ করে যদি সিএসওগুলো নির্দিষ্ট বিষয়গুলিতে লবিং করে।

গ. বেশিরভাগ উন্নয়ন অংশীদাররা সরকারের সাথে তাদের নীতিগত সংলাপে পরিবেশগত উন্নয়নকে একটি এজেন্ডা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে, প্রতিকারমূলক প্রস্তাবনা দেয় কিন্তু প্রায়শই নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এবং পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই।

ঘ. বেশিরভাগ উন্নয়ন অংশীদাররা সরকারের সাথে তাদের নীতিগত সংলাপে প্রতিকারমূলক প্রস্তাবনাসহ পরিবেশগত সক্ষমতা বৃদ্ধির এজেন্ডাগুলো পদ্ধতিগতভাবে অন্তর্ভুক্ত করে এবং পরিবেশগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ ও সরকারের সাথে তাদের আলাপ-আলোচনায় দেশীয় সিএসও-দের সাথে যুক্ত থাকে।

১১. উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে সিএসও-দের টেকসই সম্পৃক্ততা সর্বাধিকরণ করার ক্ষেত্রে উন্নয়ন অংশীদারদের আর্থিক সহায়তা কতটা কার্যকর? [প্রযোজ্য একটি উত্তর বেছে নিন]

ক. উন্নয়ন অংশীদাররা অপ্রত্যাশিত তহবিল প্রস্তাবনা ও সুযোগ আহ্বানের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেয়, যা সিএসও-দের তহবিল প্রাপ্তির সুযোগকে সীমিত করে।

খ. উন্নয়ন অংশীদারদের তহবিল ব্যবস্থাপনা অনুমানযোগ্য এবং স্বচ্ছ, তবে মূলত, তাদের নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় এখানে সিএসও-দের তহবিল প্রাপ্তির সুযোগ সীমিত।

গ. উন্নয়ন অংশীদারদের তহবিল ব্যবস্থাপনা সিএসও-দের সহায়তার জন্য একটি বৃহত্তর নীতির অংশ। এই প্রক্রিয়াটি অনুমানযোগ্য এবং স্বচ্ছ, যা প্রয়োজনীয় সম্পদসহ সিএসও-দের উল্ল্যেখিত উদ্যোগ ও অংশীদারিত্বকে সমর্থন করে।

ঘ. উন্নয়ন অংশীদারদের সিএসও-তহবিল মূলত নীতি ও পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে সিএসও-দের উল্ল্যেখিত উদ্যোগ বাস্তবায়ন সহায়তার উপর ফোকাস করে, যার মধ্যে রয়েছে দেশের অভ্যন্তরে বৃহৎ এবং বিভিন্ন প্রকার সিএসও-দের অর্ন্তভুক্তির জন্য সরাসরি অর্থায়ন করা এবং সম্ভাব্য সিএসও অংশীদারদের জন্য উপযুক্ত তহবিল ও প্রবেশাধিকারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক।

১২. উন্নয়ন সহযোগীরা তাদের সিএসও সহায়তা বিষয়ক তথ্য সরকার সহ জনসাধারণের কাছে কতটা সহজলভ্য করে?
[প্রযোজ্য একটি উত্তর বেছে নিন]

ক. বেশিরভাগ উন্নয়ন অংশীদাররা তাদের সহায়তা বিষয়ক তথ্য সিএসও-দের কাছে প্রকাশ করে না।
খ. কিছু কিছু উন্নয়ন অংশীদাররা দেশীয় পর্যায়ের সিএসও-দের কাছে তাদের সহায়তার সামগ্রিক তথ্য সরবরাহ করে।

গ. অধিকাংশ উন্নয়ন অংশীদাররা দেশীয় পর্যায়ের সিএসও-দের কাছে তাদের সহায়তার সামগ্রিক তথ্য সরবরাহ করে।

ঘ. অধিকাংশ উন্নয়ন অংশীদাররা যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থাসহ সিএসওগুলিকে তাদের প্রদত্ত সহায়তার বিস্তারিত তথ্য (সেক্টর, পোগ্রাম, উদ্দেশ্য, অর্থায়ন, ফলাফল) সরবরাহ করে।

মডিউল ৪

আইনি এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো

১৩. আইনি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো সিএসও-দের আইনগত ও বাস্তবে সমাবেশের স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগ করতে কতটা সক্ষম করে
[প্রযোজ্য একটি উত্তর বেছে নিন]

ক. বেশিরভাগ শান্তিপূর্ণ সমাবেশ আইনত বা বাস্তবে নিষিদ্ধ। যে কোনো সমাবেশ সংগঠিত হলে দ্রুত শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভেঙে দেওয়া হয়।

খ. আইন বা অনুশীলনে অনেক শান্তিপূর্ণ সমাবেশ নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র সরকার-নির্ধারিত এলাকায় সমাবেশের উপর কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে।

গ. আইন ও অনুশীলনে বেশিরভাগ শান্তিপূর্ণ সমাবেশ অনুমোদিত, যদিও কিছু বিষয়ে বা গোষ্ঠী বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিকার হতে পারে।

ঘ. আইন ও অনুশীলনে স্পষ্টভাবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং উত্থাপিত সমস্যা বা অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলি নির্বিশেষে বেশিরভাগ শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বাস্তবে অনুমোদিত।

১৪. আইনি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো সিএসও-দের আইনত ও বাস্তবে মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগে কতটা সক্রিয় ভুমিকা রাখে?
[প্রযোজ্য একটি উত্তর বেছে নিন]

ক. সিএসও এবং তাদের সদস্যদের, সেইসাথে সংবাদমাধ্যম এবং ইন্টারনেট মিডিয়ার মতপ্রকাশ সম্পূর্ণরূপে সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সিএসও কর্মী এবং সাংবাদিকদের প্রায়শই হুমকি দেওয়া হয়, নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়, আক্রমণ করা হয়, অপহরণ করা হয়, নির্যাতন করা হয় বা তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা চর্চার জন্য হত্যাও করা হয়। সরকারি যন্ত্রপাতি ব্যাপকভাবে অবৈধ নজরদারি করে এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে।

খ. সিএসও এবং তাদের সদস্যদের মতপ্রকাশ সরকার কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে কিছু বিকল্প মাধ্যম রয়েছে। রাষ্ট্র বহির্ভূত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নির্বিচারে গ্রেপ্তার, হুমকি এবং অন্যান্য পদক্ষেপের তদন্ত কখনও কখনও করা হয়। আইন বা অনুশীলনে নির্বিচারে নজরদারির বিরুদ্ধে খুব কম কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে।

গ. সিএসও এবং তাদের সদস্যদের মতপ্রকাশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত, কিছু ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের (সংবাদ এবং ইন্টারনেট মিডিয়া সহ) উদাহরণ রয়েছে। সিএসও, মানবাধিকার কর্মী এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হুমকি এবং স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপ প্রায়শই তদন্ত করা হয়। সরকারি যন্ত্রপাতি আইনি নজরদারি এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে, তবে অবৈধ বা সন্দেহজনক বিষয়ে বাধা প্রদানও করতে পারে।

ঘ. সিএসও এবং তাদের সদস্যদের মতপ্রকাশ সাধারণত সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সিএসও, মানবাধিকার কর্মী এবং সাংবাদিকদের খুব কমই হুমকি দেওয়া হয় বা শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়; সরকারি যন্ত্রপাতি সাধারণত কেবল আইনি নজরদারি, যোগাযোগ ব্যাহতকরণ এবং ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেই কাজ করে।

১৫. সংস্থাগুলোর স্বাধীনতার ক্ষেত্রে, আইন ও অনুশীলনে আইনি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো সিএসও গঠন, নিবন্ধন ও পরিচালনায় কতটা সক্রিয় ভুমিকা রাখে? [প্রযোজ্য একটি উত্তর বেছে নিন]

ক. নিবন্ধন বাধ্যতামূলক, কঠিন, সময় সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং পর্যায়ক্রমে অপরিহার্য । সিএসও আইনে অস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

খ. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির নিবন্ধন প্রক্রিয়া এখনও কঠিন, বিশেষ করে অ্যাডভোকেসি-ভিত্তিক সংস্থাগুলির জন্য। আইন এবং অনুশীলনগুলি অ্যাডভোকেসি-ভিত্তিক সিএসও-দের কার্যকলাপকে মূলত বাধাগ্রস্থ করে, তবে বিদেশী তহবিল ছাড়াই পরিচালিত পরিষেবা বা উন্নয়ন সংস্থাগুলির জন্য নয়।

গ. কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির নিবন্ধন প্রক্রিয়া মাঝারিভাবে কঠিন, এবং আইন ও অনুশীলনগুলি সিএসও-দের কার্যকলাপকে বাধাগ্রস্থ করে না।

ঘ. স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ, দ্রুত, ন্যায্য এবং কার্যকর। আইন ও অনুশীলন সক্রিয়ভাবে সিএসও-দের কার্যকলাপকে উৎসাহিত করে, যার মধ্যে অ্যাডভোকেসি এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলিও অন্তর্ভুক্ত।

১৬. ক্ষতিগ্রস্থ, প্রান্তিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করা সিএসওগুলো কতটা কার্যকরভাবে বৈষম্য থেকে সুরক্ষিত? [প্রযোজ্য একটি উত্তর বেছে নিন]

ক. ক্ষতিগ্রস্থ, প্রান্তিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করা সিএসওগুলোর বাস্তবে কোনও আইনি সুরক্ষা নেই এবং প্রায়শই সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তীব্র বৈষম্য এবং/অথবা হয়রানির সম্মুখীন হন।

খ. ক্ষতিগ্রস্থ, প্রান্তিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করা সিএসওগুলোর কিছু আইনি সুরক্ষা রয়েছে, কিন্তু এগুলি অসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা হয়, যদি থাকে, প্রশাসনিক বা আইনি উপায়ে খুবই কম।

গ. বাস্তবে বৈষম্য এবং হয়রানি ন্যূনতম, তবে সরকারি কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সংস্থাগুলির কার্যকলাপ যাচাই বা হয়রানি করতে পারে

ঘ. আইন, প্রবিধান এবং নীতিগুলি সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক এবং ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করা সিএসওগুলিকে কার্যকরভাবে সুরক্ষা দেয় এবং বৈষম্যমূলক পদক্ষেপগুলি একটি ব্যতিক্রম।

১৭. আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ দেশীয় সিএসওগুলির জন্য সম্পদে প্রবেশাধিকার কতটা সহজ করে তোলে? [প্রযোজ্য একটি উত্তর বেছে নিন]

ক. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পদে প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সীমিত।
খ. জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সম্পদে প্রবেশাধিকার সম্ভব কিন্তু সরকারি বিধিনিষেধের আওতায়।

গ. সিএসওগুলি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পদে প্রবেশ করতে পারে তবে কিছু আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
ঘ. সিএসওগুলি খুব কম বা কোনও বিধিনিষেধ ছাড়াই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পদে প্রবেশ করতে পারে।

[ঐচ্ছিক প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র নাগরিক সমাজের ফোকাল পয়েন্ট দ্বারা দেওয়া হবে]

১৮. প্রশ্নাবলীতে কি এমন কোন ইস্যু রয়েছে যা বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর জন্য প্রাসঙ্গিক যেখানে তারা একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে চায়? [নির্দিষ্ট করুন:------]
১৯. এই মূল্যায়নের জন্য কি ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে পরামর্শ করা হয়েছিলো? [হ্যাঁ, না] (ফিল্টার: যদি না হয়, তাহলে ২০ নম্বরে যান)

১৯.১ যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে পরামর্শ নেওয়া ব্যক্তিদের নাম, প্রতিষ্ঠান এবং ইমেল ঠিকানা প্রদান করুন। [ঐচ্ছিক, ভবিষ্যতের কাজে তাদের অংশগ্রহণ সহজতর করার জন্য]

ক. নাম----------
খ. সংগঠন----------
গ. ইমেইল----------

২০. প্রশ্নাবলীতে কি এমন কোন ইস্যু আছে যা বিশেষ করে দেশীয় জনহিতকর সংস্থাগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক যেখানে তারা একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে চায়?

নির্দিষ্ট করে লিখুন:----------

২১. এই মূল্যায়নের জন্য কি দেশীয় জনহিতকর সংস্থাগুলির সাথে পরামর্শ করা হয়েছিলো? [হ্যাঁ, না] (ফিল্টার: যদি না হয়, তাহলে সমাপ্ত করুন)

২১.১ যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে পরামর্শ নেওয়া ব্যক্তিদের নাম, প্রতিষ্ঠান এবং ইমেল ঠিকানা প্রদান করুন। [ঐচ্ছিক, ভবিষ্যতের কাজে তাদের অংশগ্রহণ সহজতর করার জন্য]

ক. নাম----------
খ. সংগঠন----------
গ. ইমেইল----------